শ্রবণোপলক্ষিতা ভক্তিরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীস্বামীপাদ উপায়ান্তরের অসম্ভব হেতু, শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ ভিন্ন সংসার-সাগর উত্তরণের অন্য কোন সাধন নাই—এই কথাই বলিয়াছেন। তবে যে শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন-মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গের মধ্যেও—"ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।" অর্থাৎ "হে মহারাজ! তুমি যে মরিবে, এইরূপ অবিবেক পরিত্যাগ কর"—ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে। সেই উপদেশেরও তাৎপর্য্য পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিতের ভক্তিতে যে নিষ্ঠাটী শ্রীশুকমুনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সম্প্রতিও সেই ভক্তির স্থিরতা প্রকটনের জন্যই ঐরূপ জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে। একান্তি-ভক্তগণের নিকটে শ্রীভগবান্ যেমন মোক্ষ বর গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন, এইস্থানেও সেইরূপ ভক্তিনিষ্ঠ পরীক্ষিৎ মহারাজেরও কতদূর পর্য্যন্ত ভক্তিতে নিষ্ঠা উদয় হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বেও ভক্তিতে গাঢ়নিষ্ঠা-জন্য আপনা হইতেই মরণভয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তাদৃশ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াও নিজের ভক্তিনিষ্ঠাই আপনি দেখাইবেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বে ভক্তির প্রতি মহারাজের নিষ্ঠার কথা প্রথমস্কন্ধে ১৯।১৫ শ্লোকে "মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাই সকল পুরুষার্থ হইতে অধিক মনে করিয়া শ্রীগঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন"। ১।১৯।৭। শ্লোকে ও "সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত মৌনী মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীমুকুন্দের চরণকমল ধ্যান করিয়াছিলেন।" এই দুইটি শ্লোকে ভক্তিতে মহারাজের নিষ্ঠাটী প্রকাশ পাইয়াছে। ১৫ শ্লোকেও মহারাজের সর্পদংশন হইতে ভয়নিবৃত্তির কথা নিজবাক্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রেরিত কোন কুহক অথবা যথার্থ তক্ষক আমাকে যথেষ্টভাবে দংশন করুক্। আপনারা শ্রীকৃষ্ণের গুণকথা কীর্ত্তন করুন—এইরূপ নিজপ্রার্থনায় স্পষ্টরূপেই মৃত্যুভয়-নিবৃত্তি বুঝা যাইতেছে। দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে "ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি" অর্থাৎ "হে রাজন্! তুমি মরিবে, এইরূপ অবিবেক প্রাপ্ত হইও না"—এই হইতে আরম্ভ করিয়া যে জ্ঞান উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা শ্রবণের পরেও পূর্ব্বের মত মহারাজের শ্রীহরিভক্তিনিষ্ঠার অব্যভিচারিতা দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২।৬।২—৪ এই তিনটি শ্লোকে জ্ঞানোপদেশ তুচ্ছ করিয়া শ্রবণলক্ষণা-ভক্তিদ্বারাই মহারাজ নিজে কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"হে প্রভো! সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি আপনাকর্ত্তৃক আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যেহেতু আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অনাদিনিধন শ্রীহরির